যায়যায়দিন

তারিখ 17 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ঢাবির গবেষণা কার্যক্রম স্থবির

এ অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি

শিক্ষা একটি জাতির উন্নয়নের প্রধান শক্তি। শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি ছাড়া আর কোনোভাবে একটি জাতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। আর এ শিক্ষাকে বেগবান তথা আরো উন্নয়ন করতেই একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। ১৯২১ সালের ১ জুলাই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ও পৃথিবীতে নিজের ভাষা সংস্কৃতিসহ একটি উন্নত জাতি তৈরির স্বার্থেই গড়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামেও যাকে অভিহিত করা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় জন্মলগ্ন থেকেই তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে এসেছে এবং বিভিন্ন উন্নয়নের পাশাপাশি উদ্ভাবনী শক্তিতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি গর্ব করার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়নের সঙ্গে গবেষণা বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। জানা গেছে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভাবনের চল শুরু হয়েছে তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না উচ্চশিক্ষার এ প্রতিষ্ঠানটি। ফলে গবেষণার কেন্দ্রটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পিছিয়ে পড়েছে। একটা সময়ের এ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বাঙালি জাতির ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল পাশাপাশি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাসে গবেষণার ক্ষেত্রেও সাফল্যও কম ছিল না। কিন্তু বর্তমানের এ পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় তথা এ জাতির জন্যই একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সব জাতিরই স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৭টি গবেষণা কেন্দ্র আছে কিন্তু গত কয়েক বর্ষে ওটিকয়েক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কেউ আবার শুধু সেমিনার করেই ক্ষান্ত থেকেছে। আবার সারা বছরে বেশকিছু গবেষণা কেন্দ্র আছে যারা সেমিনার এর আয়োজন পর্যন্তও করছে না। কিন্তু প্রতিবছরই এর বরাদ্দ ঠিকই খরচ হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের খবর সত্যিকারের জন্যই সব শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক। এ অবস্থা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই চলতে থাকে তাহলে বিভাগীয় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে তার কী অবস্থা! এর প্রভাব সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর পড়বে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গবেষণায় দীর্ঘ দিনের অনুন্নয়ন, অপরিকল্পিত ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দসহ বিভিন্ন অবহেলাই মূলত এ গবেষণা খাতকে পিছিয়ে দিচ্ছে। যা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষণার খাত যদি দুর্বল হয়ে পড়ে একদিকে যেমন দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে অন্যদিকে বহির্বিশ্বে ছাত্রছাত্রীরা এতে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং এর দীর্ঘদিনের যে সুনাম আছে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

তাই সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় আজ গবেষণা ক্ষেত্রে যে অনুন্নয়ন ও শিথিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে যে কোনো মূল্যেই উত্তোলন জরুরি। এর জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেহেতু দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান তাই এসব বিষয়কে নিয়ে সরকারের যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের ভিত্তিতে যেন যে কোনোভাবেই হোক গবেষণা খাতে উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হয় তার জন্য উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দসহ যাবতীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে কোনো কাজ না করেও কেন অর্থ বরাদ্দ শেষ হয়ে যাচ্ছে কিংবা কেন কাজ হচ্ছে না তার যথার্থ কারণ চিহ্নিত করতে হবে। সর্বোপরি যে কোনো মূল্যেই হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকে উন্নয়ন করা দেশের স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থেই একটি অপরিহার্য।

সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় আজ গবেষণা ক্ষেত্রে যে অনুন্নয়ন ও শিথিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে যে কোনো মূল্যেই উত্তোলন জরুরি। এর জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।